[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন জানান, গ্রেফতারকৃত দুজনকে শনিবারই চুয়াডাঙ্গা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তিনি বলেন, মাদকবিরোধী অভিযান এবং পরোয়ানাভুক্ত আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে সামাজিক সচেতনতায় যুবদের ভূমিকা শীর্ষক জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

‘এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’ স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে “শান্তি-শৃঙ্খলা উন্নয়নে এবং সামাজিক সচেতনতায় যুবদের ভূমিকা” শীর্ষক জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (৮ জুলাই) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মেহেরপুরের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় যুবসমাজকে মাদক, সন্ত্রাস ও সাইবার অপরাধ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একটি সুন্দর, নিরাপদ ও মানবিক সমাজ গঠনে তরুণদের ইতিবাচক মানসিকতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং আইন মেনে চলার মানসিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরও বলেন, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সামাজিক অবক্ষয় রোধ এবং দেশ গঠনে যুবসমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সচেতনতা, নৈতিকতা ও দায়িত্বশীল আচরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মেহেরপুরের উপপরিচালক এস. এম. ওবায়দুল বাসার।

এ সময় মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার তরুণ-

তরুণীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় চকলেটের প্রলোভনে স্কুলছাত্রীকে অপহরণের চেষ্টা, যুবক আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ইব্রাহিমপুর গ্রামে চকলেট কিনে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এক স্কুলছাত্রীকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগে মোঃ জনি (২০) নামের এক যুবককে আটক করেছে স্থানীয় জনতা।

পরে তাকে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। ওই ঘটনায় গতকাল সোমবার (৬ জুলায়) রাত ৯টার দিকে মেয়ের বাবা হৃদয় বাদি হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা হয়েছে। আটকৃত জনি বিষ্ণুপুর (কাসারীপাড়া) গ্রামের সৌরভ হোসেনের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে আসামিকে আদালতে পাঠিয়েছে মডেল থানা পুলিশ।মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ইব্রাহিমপুর (মসজিদপাড়া) গ্রামের বাসিন্দা পাখিভ্যানচালক মো.হৃদয় আলীর মেয়ে লিলাফী খাতুন
(০৯) একই গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী।

গতকাল সোমবার সকাল ৯টার দিকে স্কুলে যাওয়ার পথে ইব্রাহিমপুর বড় মসজিদের পাশের একটি দোকানে চকলেট কিনতে দাঁড়ায় তখন দোকানে দোকানদার ছিলনা। এ সময় মো, জনি সেখানে এসে নিজেকে শিশুটির বাবার বন্ধু পরিচয় দিয়ে অন্য দোকান থেকে চকলেট কিনে দেওয়ার কথা বলে।

শিশুটি তার কথায় বিশ্বাস করে জনির বাইসাইকেলে ওঠে।তখন সে,স্কুলের দিকে না গিয়ে শিশুটিকে ইব্রাহিমপুর কবরস্থানের পাশ দিয়ে অন্য পথে নিয়ে যেতে শুরু করলে শিশুটি চিৎকার করে। তার চিৎকার শুরু করে তার চিৎতকার শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে জনিকে আটক করে।

পরে তাকে বিষ্ণুপুর বাজারের একটি ক্লাবঘরে আটকে রাখা হয় এবং শিশুটির পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে শিশুটির বাবা ঘটনাস্থলে গিয়ে মেয়ের কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত জানতে পারেন। পরে স্থানীয় লোকজন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বিষয়টি দামুড়হুদা মডেল থানায় জানালে রাত সাড়ে ৮টার দিকে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত যুবক ও শিশুটিকে নিজেদের হেফাজতে নেয়।

স্থানীয়দের মারধরে আহত হওয়ায় অভিযুক্তকে প্রথমে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে শিশুটির বাবার দায়ের করা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ মঙ্গলবার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি তদন্ত আজাদ রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ বিষয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা হয়েছে।আসামিকে আজ দুপুরে আদালতে সোর্পদ করা হয়েছে।

নিজের লিঙ্গ কর্তন করলেন মহেশপুরের এক যুবক

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার ৮ নম্বর বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের রুলি গ্রামে মাদক সেবনের পর এক যুবক নিজের লিঙ্গ নিজেই কর্তন করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

শুক্রবার (৩ জুলাই) সকাল আনুমানিক ১০টা ২০ মিনিটে নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে রক্তক্ষরণ বন্ধ না হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আহত যুবক মো.

সালাউদ্দিন (২২) একই গ্রামের সন্তোশ মন্ডলের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তাদের আদি বাড়ি একই উপজেলার চাপাতলা গ্রামে। পরে তার বাবা ঘরজামাই হিসেবে গাড়াপোতায় বসবাস করতেন।

দীর্ঘদিন মাদকাসক্তির কারণে সালাউদ্দিনকে অন্য এলাকা থেকে চলে আসতে হয়। এরপর তিনি ও তার মাসহ রুলি গ্রামে ভাড়া বাসায় বসবাস শুরু করেন। এলাকাবাসীর দাবি, ঘটনার দিনও তিনি মাদক সেবনের পর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নিজের লিঙ্গ নিজেই কর্তন করেন। তবে এ দাবির সত্যতা এখনো প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়নি।

রুলি গ্রামের বাসিন্দা আশরাফুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে গিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় সালাউদ্দিনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে তা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও ঘটনাটি সত্য বলে তিনি জানান।

বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য নাসির হোসেন বলেন, স্থানীয় ভাবে বিষয়টি জেনেছি এবং খোঁজ নিয়ে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হয়েছি। তবে এর প্রকৃত কারণ তদন্তের পরই নিশ্চিত হওয়া যাবে।

এ বিষয়ে মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মেহেদী হাসান বলেন, “ঘটনার বিষয়ে আমরা তথ্য সংগ্রহ করছি। এখন পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। বিষয়টির প্রকৃত কারণ যাচাই করে আইনগতভাবে প্রয়োজনীয ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ অনুসন্ধান শুরু করেছে। পাশাপাশি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত শেষে ঘটনার বিস্তারিত জানা যাবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

গাংনীতে মাদক সেবনের দায়ে ৩ যুবকের কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামে মাদক সেবনের সময় স্থানীয়দের হাতে আটক তিন যুবককে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তিন

মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। গতকাল বুধবার গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন এ দণ্ডাদেশ দেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাফানিয়া গ্রামের বাসিন্দা সাগর আলী (২০), পিতা: রবিউল ইসলাম; শিলন আলী (২৪), পিতা: মৃত ইসমাইল হোসেন এবং জাহিদ (১৯), পিতা: আক্তারুল ইসলাম।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কসবা গ্রামের যুবসমাজ নিজ এলাকায় মাদকের বিস্তার রোধে নজরদারি বাড়িয়েছিলেন। গতকাল রাত আনুমানি ১১.৩০ ঘটিকার সময় ওই যুবকদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে স্থানীয়রা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এ সময় তারা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন বলে নিশ্চিত হয় গ্রামবাসী।

পরে সাথে থাকা দুইজন পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয়রা ধাওয়া করে একপর্যায়ে তাদের আটক করে গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে কসবা গ্রামের রাসেল আহম্মেদ জানান মাদকে রুখতে আমরা যুব সমাজ বদ্ধ পরিকর সেই ধারাবাহিকতায় গতকাল রাতে একজন যুবকের গতিবিধি সন্দেহ জসক হলে আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় পাই এবং সাথে থাকা দুইজন পালানোর চেষ্টা করলে আমরা তাদের ধরে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে খবর দেয় পরে তাদের ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে।

খবর পেয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(৫) ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিস মের্শেদ চৌধুরী বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি বাস্তবায়নে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদায় পাবলিক টয়লেট থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডের একটি পাবলিক টয়লেট থেকে ফরিদ উদ্দীন খান (৪৫) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে।

নিহত ফরিদ উদ্দীন খান দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদহ ইউনিয়নের চারুলিয়া গ্রামের খানপাড়ার মৃত শিক্ষক নজরুল ইসলামের ছেলে। তিনি ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ের জনক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ফরিদ উদ্দীন খানের ৯০ বছর বয়সী মা অসুস্থ হয়ে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে তিনি ঢাকায় কর্মস্থল থেকে গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হন। বৃহস্পতিবার সকালে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে একটি পাবলিক টয়লেটে প্রবেশ করেন।

দীর্ঘ সময় বের না হওয়ায় স্থানীয়দের সন্দেহ হলে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। পরে পুলিশ গিয়ে টয়লেটের ভেতর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, মায়ের সঙ্গে দেখা করার আকুলতা নিয়েই তিনি ঢাকা থেকে ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস, মায়ের সঙ্গে আর তার দেখা হলো না। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মা অপেক্ষা করছিলেন সন্তানের জন্য, আর স্বজনরা গ্রহণ করলেন তার নিথর দেহ।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, “ফরিদ উদ্দীন বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা থেকে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছান। পরে পাবলিক টয়লেটে প্রবেশের পর অসুস্থ হয়ে মারা যান বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।”

আলমডাঙ্গায় অপহরণের ৯ দিন পর যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় অপহরণের নয় দিন পর রাফিন (২০) নামে এক যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহত রাফিন পেশায় ভ্যানচালক ছিলেন। তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের চিলাভালকী গ্রামের সৌদি প্রবাসী আক্তার হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার (১২ জুন) গভীর রাতে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের অর্জুন খালে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পরে কুতুবপুর পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত ও অর্ধগলিত মরদেহটি উদ্ধার করে।

পরিবারের সদস্যরা জানান, গত ৪ জুন সন্ধ্যা ৭টার দিকে মোবাইল ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বের হন রাফিন। পাশের পাইকপাড়া গ্রামের একটি সেতুর কাছে তাকে যেতে বলা হয়েছিল। এরপর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

স্বজনদের দাবি, ওই রাতেই রাফিন তার দাদির মোবাইল ফোনে কল করে জানান, তাকে অজ্ঞাত স্থানে আটকে রাখা হয়েছে। একই সময়ে অপহরণকারীরা পরিবারের কাছে প্রথমে ১২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। পরে দরকষাকষির একপর্যায়ে দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ ৮ লাখ টাকায় নামিয়ে আনা হয় এবং ১০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়।

পরিবারের সদস্যরা আরও জানান, অপহরণকারীদের হুমকি উপেক্ষা করে তারা আলমডাঙ্গা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। ছেলেকে

উদ্ধারে তারা আলমডাঙ্গা থানা ও পাইকপাড়া পুলিশ ক্যাম্পে দৌড়ঝাঁপ করেন। পুলিশও মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা চালায়।

শনিবার (১৩ জুন) সকালে রাফিনের স্বজনরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহের পরনে থাকা জিনসের প্যান্ট দেখে সেটি রাফিনের বলে শনাক্ত করেন। তবে মরদেহের পরিচয় শতভাগ নিশ্চিত হতে ডিএনএ পরীক্ষাসহ বৈজ্ঞানিক তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “পরিবারের সদস্যরা মরদেহটি রাফিনের বলে শনাক্ত করেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডিএনএ পরীক্ষাসহ প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।”

এ ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত ও গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

উল্লেখ্য, পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, মুক্তিপণের টাকা না পেয়ে অপহরণকারীরা রাফিনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে থাকতে পারে। তবে হত্যার প্রকৃত কারণ ও ঘটনার বিস্তারিত জানতে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় বজ্রপাতে যুবকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গার নান্দবারে ঝড়বৃষ্টির সময় ছাদে গোসল করতে গিয়ে বজ্রপাতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

সারাদিনের ভ্যাপসা গরমের শেষে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। সেই সঙ্গে বজ্রপাতও দেখা যায়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলা গাংনী ইউনিয়নের নান্দবার গ্রামের বিশিষ্ট পান ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর গোলজারের ছেলে শান্ত ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে বাড়ির ছাদে গোসলের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শান্তর

সঙ্গে নাহিদসহ আরও কয়েকজন যুবক ছিলেন।

এ সময় বজ্রপাতে বাড়ির পাশের একটি গাছে আগুন লাগে। ঠিক সেই মুহূর্তে বজ্রপাতে আহত হন শান্ত ও নাহিদ। বাড়ির লোকজন দ্রুত তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শান্তকে মৃত ঘোষণা করেন। অপরদিকে নাহিদকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।